মুজিবনগরে যুব সংঘের উদ্যেগে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস ৯ নং ওয়ার্ড যুবসংঘের উদ্যেগে করোনা ভাইরাসের কারনে অসহায় ও কর্মহিন হয়ে পড়া ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামের ০৯ নং ওয়ার্ড যুব সংঘের সভাপতি ইমরান হোসেন, সহ সভাপতি পলাশ হোসেনসহ যুব সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব সংঘের সভাপতি বলেন, করোনা ভাইরাসরর কারনে বিভিন্ন মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। এতে কর্মহীন হয়ে পরা মানুষগুলো অসহায় হয়ে পরেছে। সকলেই খাদ্যে সংকটে ভুগছে। আর আমরা তাদের এই খাদ্য সংকট ঘুচাতে তাদের পাশে দারানোর সিদ্ধান্ত নিই।
পরে আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নিজ অর্থায়নে অসহায় ৫০ টি পরিবারের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় নয় সবজি বিক্রেতাকে জরিমানা

বেশি দামে সবজি বিক্রি এবং ক্রয় রশিদ সংরক্ষণ না করায় চুয়াডাঙ্গায় দুটি সবজি আড়ৎ এবং সাত সবজি বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

গতকাল রবিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ এ আদালত

পরিচালনা করেন। এই অভিযানে চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের কণা বাণিজ্যালয় ও মোয়াজ্জেম বাণিজ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও বেশ কিছু খুচরা ব্যবসায়ী যুক্তিহীনভাবে বেগুন ও আদার দাম বেশি রাখায় তাদের সাত জনকে সাত হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়ায় চিকিৎসকসহ ৪ করোনা রোগী শনাক্ত

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক নারী চিকিৎসকসহ ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে দৌলতপুর উপজেলার ৩ জন রয়েছেন।

এবারই কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের পর প্রথমবারের মতো চারজন করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট ৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচ আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি জানান, রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকাল পর্যন্ত মোট ৬০টি নমুনা পরীক্ষা হয়। এরমধ্যে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসকসহ মোট ৪ জনের শরীরে করোনা পজেটিভ শনাক্ত হয়েছে।

এরআগে এক চিকিৎসকসহ মোট ৪ জন করোনায় সংক্রমিত হয়। এতে করে কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮ জনে। এরমধ্যে গত এক সপ্তাহে ঢাকা থেকে করোনা পজেটিভ নিয়ে ৩ জন কুষ্টিয়ায় আসেন। তাদের দুইজনকে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যার হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়।

একজনকে শনিবার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠনো হয়।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের সহায়তায় হাসি ফুটছে হাজার পরিবারে

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন নিজ হাতে।

এই দুর্যোগে মেয়রের এমন সহায়তায় হাসি ফুটছে হাজার হাজার পরিবারে।

এরই ধারাবাহিকতায় রবিবার বিকালে শহরের ২ নং ওয়ার্ড বোসপাড়ায় বিতরণ করেন খাদ্য সামগ্রী।

এছাড়াও গত দুইদিন ধরে শহীদ রিপন টাওয়ার থেকে কর্মহীনদের মাঝে বিনামূল্যে কাঁচা সবজী বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভা ও মেয়রের নিজস্ব অর্থায়নে চলমান এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

তিনি আরও বলেন, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মেহেরপুরের মানুষ কর্মহীন হয়ে আছে। কবে নাগাদ এই সমস্যা থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো বলা যাচ্ছে না। লম্বা সময় ধরে লক ডাউন চলমান থাকায় সবার মধ্যেই খাদ্য চাহিদা দেখা দিয়েছে। এজন্য ধনী, গরিব, দল-মত নির্বিশেষে সকলের মাঝে সামন্য উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমার পৌরসভায় একজন মানুষও না খেয়ে থাকবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই খাদ্য বিতরণ চলমান থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted] (2 [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

কোটচাঁদপুরে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রাক্ত যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় প্রথম একুশ বছর বয়স্ক এক যুবক করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন। রবিবার (২৬এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে ভিডিও বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ওই যুবকের বাড়ী উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলীয়া গ্রামে। পেশায় সে রাজমিস্ত্রী।

ডাঃ আব্দুর রশীদ জানান, গত মঙ্গলবার (২১এপ্রিল) বিকালে উপজেলার পাঁচলীয়া গ্রামের ওই যুবক সর্দি, কাশি, জ¦র ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে আসেন। যুবকের করোনার উপসর্গ থাকায় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশনে রাখা হয়। পরে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার (২৬এপ্রিল) সকালে ওই যুবকের শরীরে করোনা পজেটিভ রিপোর্ট পায়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানাযায়, অতিস্মপ্রতি মাগুরায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করাকালীন সময়ে সে অসুস্থ্যবোধ করলে শ^শুরবাড়ী কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামে চলে আসেন। সেখানে তার সর্দি কাশি জ¦র ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সে পাঁচলীয়া গ্রামে নিজ বাড়ীতে চলে আসেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশীদ জানান, করোনা আক্রান্ত যুবককে হাসপাতালের আইসোলেশনে রেখেই চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সারা দেশে যেভাবে করোনা রোগী সনাক্ত হচ্ছে তাতে সামাজিক দুরুত্ব বজায় না রাখলে পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। এবং যথাসম্ভব ঘরে থাকা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা জানান, করোনা আক্রান্ত

ওই যুবকের বাড়ী উপজেলার পাঁচলিয়া গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে। এদিকে কোটচাঁদপুরে প্রথম করোনা সনাক্ত হওয়ায় এলাকার সচেতন মহলে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অন্যদিকে হাট-বাজারে থেমে নেই লোক সমাগম। অসচেতন অবস্থায়ই মানুষ চলা-ফেরা ও নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করছে।

কোটচাঁদপুরে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রাক্ত যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় প্রথম একুশ বছর বয়স্ক এক যুবক করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন। রবিবার (২৬এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে ভিডিও বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ওই যুবকের বাড়ী উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলীয়া গ্রামে। পেশায় সে রাজমিস্ত্রী।

ডাঃ আব্দুর রশীদ জানান, গত মঙ্গলবার (২১এপ্রিল) বিকালে উপজেলার পাঁচলীয়া গ্রামের ওই যুবক সর্দি, কাশি, জ¦র ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে আসেন। যুবকের করোনার উপসর্গ থাকায় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশনে রাখা হয়। পরে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার (২৬এপ্রিল) সকালে ওই যুবকের শরীরে করোনা পজেটিভ রিপোর্ট পায়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানাযায়, অতিস্মপ্রতি মাগুরায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করাকালীন সময়ে সে অসুস্থ্যবোধ করলে শ^শুরবাড়ী কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামে চলে আসেন। সেখানে তার সর্দি কাশি জ¦র ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সে পাঁচলীয়া গ্রামে নিজ বাড়ীতে চলে আসেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশীদ জানান, করোনা আক্রান্ত যুবককে হাসপাতালের আইসোলেশনে রেখেই

চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সারা দেশে যেভাবে করোনা রোগী সনাক্ত হচ্ছে তাতে সামাজিক দুরুত্ব বজায় না রাখলে পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। এবং যথাসম্ভব ঘরে থাকা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা জানান, করোনা আক্রান্ত ওই যুবকের বাড়ী উপজেলার পাঁচলিয়া গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে। এদিকে কোটচাঁদপুরে প্রথম করোনা সনাক্ত হওয়ায় এলাকার সচেতন মহলে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অন্যদিকে হাট-বাজারে থেমে নেই লোক সমাগম। অসচেতন অবস্থায়ই মানুষ চলা-ফেরা ও নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করছে।

প্রতিদিন ১ হাজার মানুষের ইফতার ও খাবার দিচ্ছে রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসে প্রতিদিন ১হাজার মানুষের ইফতারি এবং রান্না করা খাবার বিতরণ করছে।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে এই মহত কাজে সহযোগীতা করছে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এসএসসি ব্যাচ ৯৮ ও খেয়া রেস্তোরাঁ।

শনিবার বিকেলে প্রথম রমজানে শহরের খেয়া রেস্তোরায় অনাঢ়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবায়দুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, মানুষের পরম ধর্ম মানব সেবা আর সেই জন্য রোটারীয়ানদের মানবপ্রেমী হয়ে সমাজের অসহায় ও দু:স্থদের জন্য কাজ করাই রোটারীয়ানদের প্রধান দায়িত্ব। আমি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি রোটারী ক্লাব কুষ্টিয়া এই করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে শহরের পাশাপাশি গ্রামের কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষদের কল্যানেও কাজ

করে চলেছেন। পাশাপাশি এই রমজানে প্রতিদিন এক হাজার মানুষের মাঝে ইফতার ও খাবার পৌঁছে দিয়ে যে মহত্ব সৃষ্টি করলো তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

এসময় রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট সৈয়দা হাবীবা, রোটারীয়ান অজয় সুরেকা, রোটা: মো: ফখরুল আলম মিলন, কেএএম রুয়াইম রাব্বিসহ রোটারীয়ানরা উপস্থিত ছিলেন।

রোটারীয়ান অজয় সুরেকা জানান, আমরা যদি ভালো কিছু করতে চাই, মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু করতে চাই, তাহলে রোটারী হচ্ছে একটি উপযুক্ত প্লাটফর্ম।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার জননেতা মাহবুব-উল আলম হানিফের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে আমরা সমাজের অসহায় দু:স্থদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি এবং এই রমজানে প্রতিদিন এক হাজার মানুষের মাঝে ইফতার ও খাবার তুলে দিতে পারছি। আর্তমানবতার সেবায় আমরা রোটারীয়ানরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছি।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট সৈয়দা হাবীবা বলেন, পরিস্থিতিতে জরুরী খাদ্য উপহার দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া এই রমজান মাসজুড়ে প্রতিদিন ১হাজার মানুষকে ইফতার ও খাবার উপহার বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছি। বিভিন্ন পেশাজীবির মানুষ, শহরের বিভিন্ন এলাকার ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র মানুষ, এতিম খানা, হাসপাতালে রোগীদের স্বজন ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং পথচারীদের মাঝে এসব ইফতার ও খাবার পৌছে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই খেয়া রেস্তোরাঁ ও কুষ্টিয়া জেলা স্কুল ৯৮ ব্যাচকে আমাদের এই মহত কাজর সাথে সহযোগিতা করার জন্যে।

কিরণের হাতে বন্দি হারদী হাসপাতাল

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী গ্রামে অবস্থিত আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ৫০ শয্যার এই হাসপাতালটির একটি কক্ষ জোর পূর্বক দখল করে দীর্ঘদিন ব্যবসা করে আসছে হারদী গ্রামের সিলাফত শেখ এর ছেলে কিরণ শেখ।

বহিরাগত কিরণ হাসপাতালের ঐ কক্ষে বসেই সরকারি ওষুধসহ বাইরের বিভিন্ন ওষুধ বিক্রি করে আসছে। সেই সাথে হাসপাতালে বসেই বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছে দির্ঘদিন ধরে। বিভিন্ন সময় রোগীর আত্ময়ী সজনদের কাছে থেকে জোর করে টাকা পয়সা হাতানো সহ ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন ও কতিথ কিছু সাংবাদিকদের ছত্রছায়ায় এই সব অপকর্ম করে আসছে বলে এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পাইনা কেউ। হাসপাতাল কতৃপক্ষ বিষয়টির সব কিছু জানলেও অজানা কারনে তারা এড়িয়ে যায়।

হটাৎ করে আবির্ভাব হয়ে প্রায় বছর তিনেক ধরে লাগামহিন ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাসপাতাল চত্তর।
মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠেএসেছে এইসব অপকর্মের চিত্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু এলাকাবাসী জানান, কর্ম জীবনের প্রথমে একজন করিমন চালক ছিলো। স্বাহ্য বিভাগের কোন অনুমতি ছাড়া হাসপাতালের একটি কক্ষ দখল করে ঔষধ ফার্মেসী দিয়ে দেদারছে ঔষধ বিক্রয় করে আসছে।

হারদী হাসপাতালের সামনে কয়েক জন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিগত ১ মাস আগে পুলিশ কেস ফরম এর জন্য ৫ শত টাকা দাবি করে কিরণ । দিতে না চাইলে রোগীর স্বজনদের সাথে কিরণের হাতাহাতি হয়। মারামারি কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে পুলিশ কেস ফরম বাবদ ৩’শ থেকে ৮’শ টাকা পর্যন্ত রোগীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় কিরণ।

এছাড়াও দুর্ঘটনা কবলিত রোগীকে টাকা ছাড়া চিকিৎসা হতে দেন না কিরণ। চিকিৎসক না হয়েও এইসব রোগীকে টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক

চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

এ নিয়ে কিরণের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অপকের্মর কথা স্বিকার করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানাই, আমি স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি না নিয়ে হাসপাতালের কক্ষ দখল করে আছি। ঔষধ বিক্রয় করার ক্ষমতা আমার আছে।

আমার কাছে থেকে প্রতি মাসে ৫ থেকে ১০জন সাংবাদিক সুবিদা নিয়ে থাকে আপনার কিছু দরকার থাকলে বলেন।
এছাড়াও তার বিরুদ্ধে হাসপাতালে নারী নিয়ে ফুর্তি নিয়ে করার অভিযোগ আছে। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (আর এম ও) ডা: মুতুজ্জা আরিফিন বলেন, কিরণের বিষয়ে এবং হাসপাতালের রুম বরাদ্ধের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। টিএইচও স্যারের সাথে কথা বলেন আমি কিছু বলতে পারবো না। আলমডাঙ্গা টিএইচও সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যায়নি।
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, বিষয়টি আমার জানান ছিলো আমি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবো। আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান ও হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আয়ুব আলী বলেন, কিরণের বিষয়টি আমার জানান নেই। হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটি কোন রুম কাউকে বরাদ্ধ দেওয়া হয়নি। আমি কমিটির সাথে কথা বলে কিরণে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা: মারুফ হাসান বলেন, সরকারী হাসপাতাল ভবনে ফার্মেসী করা যায়। কিন্ত স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি লাগে। হারদী হাসপাতালে এই ধরনের কোন অনুমতি কেউ নেয়নি। কিরণের নামে কোন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারী হারদী হাসপাতালে নেই। তার বিষয় আমার কিছু জানা নেই।